এসি নৌকায় বসবাস ইউনিয়ন যুবলীগ নেতার!

নাম তার লুৎফর রহমান। এ নামে তিনি এলাকায় তেমন পরিচিত নন। তার পরিচয় ‘পাগলা ডাকাত’ নামে। পাগলা ডাকাত বললেই এলাকার শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই এক নামেই চেনেন।

তিনি জমিনে থাকেন না। থাকেন নদীর ওপর ভাসমান নৌকায়। তাও যেমন তেমন নৌকা নয়। থাইগ্লাস লাগানো এয়ারকন্ডিশন্ড (এসি) নৌকায়। টিভি-ফ্রিজ তো আছেই। সৌরবিদ্যুতে চলে এসব। আছে সিসি ক্যামেরাও।

বয়স আনুমানিক চল্লিশ বছর। চরবাসীর কাছে তিনি এক মূর্তিমান আতঙ্ক। এক সময় নিজে চুরি-ডাকাতি করতেন। এখন সর্দার হয়ে গড়ে তুলেছেন পাগলা বাহিনী। এসব অপরাধ করেই কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকার মালিক তিনি।

খুন, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, মাদক, অস্ত্র, লুটপাটসহ একাধিক মামলা ঝুলছে তার মাথার ওপর। ওয়ারেন্টও আছে একাধিক মামলার। তবুও দোর্দণ্ড প্রতাপেই চলাফেরা করছেন। তার দলীয় পরিচয়ও আছে। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি। তিনি এখন চরের রাজা। তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে চমকপ্রদ এসব তথ্য মেলে।

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার যমুনা নদীর চর চালুয়াবাড়ী ইউনিয়নের পূর্বপাড়ের বহুলাডাঙ্গা গ্রামের মুছা শেখ ওরফে দালাল মুছার ছেলে এই লুৎফর রহমান ওরফে পাগলা ডাকাত। তার ইউনিয়নের পাশের ইউনিয়ন জামালপুরের মাদারগঞ্জ ও ইসলামপুর এবং আরেকপাশে গাইবান্ধার সাঘাটার জুমারবাড়ী এলাকা। তিন জেলার সীমান্ত এলাকার মধ্যে পড়েছে বহুলাডাঙ্গা গ্রাম। তাই তার চলাফেরা এবং কর্মকাণ্ড তিন জেলার ওই এলাকাগুলোতেই। তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর মধ্যে আছে কৃষকের জমির ফসল লুট, যমুনায় গরু কিংবা যে কোনো মালপত্র বোঝাই নৌকায় ডাকাতি, মাদক ও অস্ত্র ব্যবসা, জুয়ার আসর বসানো, যাত্রার নামে দেহব্যবসা, বিরোধপূর্ণ জমি নিজের নামে লিখে নেওয়া, ডাকাতিতে বাধা দিলেই খুন, অপরাধী ও পলাতক আসামিদের আশ্রয় দেওয়া ও প্রহসনমূলক সালিশ করা। তার বাহিনীতে বিভিন্ন জেলার শতাধিক সদস্য রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তার আছে ২০০ গরু ও ৩০০ মহিষের বিশাল খামার। এগুলো চরে বিশাল এলাকাজুড়ে বিচরণ করে। অভিযোগ আছে, তার খামারের গরু-মহিষের বেশিরভাগই লুট করা। নীলফামারী জেলা সদরের রামগঞ্জ এলাকায় চার বছর আগে একটি দ্বিতল বাড়ি কিনেছেন। ওই বাড়ির বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার তেকানী-চুকাইনগর এলাকার তালতলায় ৩ বছর আগে তার স্ত্রী বুলবুলি খাতুনের নামে জমি কিনে বাড়ি করেছেন। এর বাজার মূল্য প্রায় অর্ধকোটি টাকা। এছাড়া শতাধিক বিঘা জমি ও অর্ধশত পুকুরের মালিক তিনি। তিন সন্তানের জনক লুৎফর ছেলেদের নামেও ব্যাংকে প্রায় কোটি টাকা আমানত রেখেছেন বলেও অভিযোগ আছে। ‘পাগলা হাট’ নামে এলাকায় একটি হাটও করেছেন। তার ৬টি নৌকা ডাকাতির কাজেই বেশি ব্যবহার হয়। একটিতে তিনি বাস করেন। তিনি যে নৌকায় বসবাস করেন সেটির দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট। তার দৃশ্যমান অর্থ-সম্পদের চেয়ে অদৃশ্য অর্থ-সম্পদই বেশি বলে অভিযোগ আছে।

লুৎফরের বিরুদ্ধে সারিয়াকান্দি থানায় ৬টি, সোনাতলা থানায় ৩টি, জামালপুরের ইসলামপুর থানায় ৩টি ও গাইবান্ধার সাঘাটা থানায় ২টি এবং জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানায় ২টি মামলার খবর পাওয়া গেছে। তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে ৫টি মামলার। অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য কেউ থানায় যাচ্ছে টের পেলেই ওই পরিবারকে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। কেউ কেউ তার ভয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

লুৎফর রহমান ওরফে পাগলা ডাকাত আগে বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে প্রায় আট বছর আগে যুবলীগে যোগ দেন। পাঁচ বছর আগে যুবলীগের ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি হন পেশিশক্তির বলে। এখনও তিনি যুবলীগের সভাপতি হিসেবেই আছেন। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দল থেকে মনোনয়ন চেয়ে পাননি। তার জেঠাতো ভাই আশরাফ শেখ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বে আছেন। পাগলা ডাকাতের বিরুদ্ধে দলীয় কিংবা মামলা মোকদ্দমা হলেই আশরাফ শেখ তার পক্ষে তদবির করেন বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

তবে আশরাফ শেখ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, লুৎফরের বিরুদ্ধে এলাকার প্রতিপক্ষ মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছে। সে আগে ‘দুষ্টুমি’ করলেও এখন ভালো হয়ে গেছে বলে দাবি করেন তিনি।

স্থানীয়রা কেউ তার বিরুদ্ধে আতঙ্কে মুখ খুলতে চান না। তবে কিছু লোক প্রতিবাদও করছেন। তাদের মধ্যে একজন আব্দুল হান্নান। তিনি গত

তিন জেলার সীমান্তবর্তী। অভিযানের খবর পেলেই হয় জামালপুর, নয়তো গাইবান্ধার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সে আত্মগোপন করে। তিন জেলার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যৌথভাবে অভিযান চালালে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব।